দৈনিক সংবাদ

30

তারিখ ...JAN. 2 8 2000 ...
পৃষ্ঠা 7 ... কলাম ... 2 ......

বোর্ডের বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্ত ❑ প্রকাশকদের ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই ❑ ১৫টি নতুন বইয়ের মধ্যে বাজারে এসেছে মাত্র ১টি

সালাম জুবায়ের ঃ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ছাপা ও বিপণন নিয়ে এক বিভ্রান্তিকর অবস্থা চলছে।

বাজারে নতুন ও পুরনো দু ধরনের বই পাওয়া যাচ্ছে। কেউ বলছেন পুরনো বই চলবে, কেউ বলছেন চলবে না। একদল টেন্ডারদাতা বোর্ডের অনুমতি ছাড়াই বইয়ের প্রচ্ছদ পাল্টে ফেলেছে। ১৫টি বই নতুন করে ছাপা হওয়ার কথা থাকলেও গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত বাজারে এসেছে মাত্র ১টি বই।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সময়মতো সিদ্ধান্ত না নেয়া এবং বই প্রকাশকদের ব্যবসায়িক দ্বন্দ্বের কারণে বই প্রকাশে এই হযবরল অবস্থা বিরাজ করছে। গত তিন বছর ধরেই মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে হযবরল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রতিবছরই এক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। সরকারও সমস্যা নিরসনে কার্যকর কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ (বিক্রি) করার জন্য গত জুন মাসে টেন্ডার আহ্বান এবং পরে ১৪৫টি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেয়া হয়। কথা ছিল ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ৬০টি বইয়ের ১ কোটি ২০ লাখ কপি ছেপে বাজারে ছাড়া হবে। কিন্তু ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ১টি বইও বাজারে আসেনি। গতকাল পর্যন্ত বই প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় এবং নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার ৩ সপ্তাহ কেটে গেলেও নতুন করে ছাপা মাত্র ১টি বই বাজারে এসেছে। এর পাশাপাশি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে ২/৩ বছর আগে ছাপা পুরনো বই। ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা বই কিনতে বাজারে গিয়ে নতুন ও পুরনো ২ ধরনের বই বাজারে দেখে চরম বিভ্রান্তিতে পড়ছেন।

প্রতিবছর দেশের স্কুলগুলোতে যত পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা থাকে তার একটি বড় অংশ নতুন করে ছাপা হয়। বাকি চাহিদা পূরণ হয় ২/১ বছর আগে ছাপা বই দিয়ে। যদি কোন বইয়ের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা হয়, তবে তা বই প্রকাশের আগেই সবাইকে জানিয়ে দেয়া হয়।

কিন্তু এবার তেমন কিছু বোর্ড ঃ পৃঃ ২ কঃ ৫

বোর্ড ঃ পাঠ্যবই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানানো হয়নি টেন্ডার ডাকার সময়। ফলে টেন্ডারের কার্যাদেশ পাওয়া বই ছাপার কাজ চলার পাশাপাশি পুরনো (আগের বছর ছাপা) বই বাজারে বিক্রির জন্য ছেড়ে দেয়া হয়। এসব বইয়ের বিপুলসংখ্যক কপি ইতোমধ্যে ছাত্রদের হাতে চলে গেছে। এরই মধ্যে হঠাৎ করে গত ১৮ই জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায় যে, ৬০টি বইয়ের মধ্যে ১৫টি বইয়ের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা হবে। এ ১৫টি বইয়ের পুরনো কোন কপি বিক্রি করা যাবে না। এ বিজ্ঞপ্তি দেখে যারা ইতোমধ্যে পুরনো বই কিনে ফেলেছে তারা চরম বিপাকে পড়েছে। তাদের বেশ কিছু টাকা গচ্চা দিয়ে আবার নতুন বই কিনতে হবে। এর পাশাপাশি যেসব দোকানি গত বছরের বই ইতোমধ্যে কিনে দোকানে তুলেছেন তারা বিপুল লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছেন।

এবার প্রকাশকদের ২টি গ্রুপ টেন্ডারে বই ছাপার কার্যাদেশ পেয়েছে। এক গ্রুপ ১৫টি, অন্য গ্রুপ ৪৫টি বই ছাপার আদেশ লাভ করে। টেন্ডার ডাকার পর থেকেই ২ গ্রুপ ব্যবসায়িক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। ১ম গ্রুপ পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে সব বই নতুন করে ছাপা হচ্ছে বলে ঘোষণা দিতে বলে। শুধু তাই নয়, তারা (১ম গ্রুপ) তাদের অধীনে ছাপা বইয়ের প্রচ্ছদ বোর্ডের নির্দেশ ছাড়াই পরিবর্তন করে ফেলে। ছাপার পর পরিবর্তিত প্রচ্ছদ অনুমোদন করে বই বাজারে ছাড়ার অনুমতি চায়। কিন্তু বোর্ড অনুমোদন দিতে অস্বীকার করে। এ নিয়ে নানামুখী দেনদরবার চলতে থাকে। বোর্ড কর্তৃপক্ষের উপর নানা মহল থেকে চাপও আসতে থাকে। বোর্ড শেষ পর্যন্ত চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নতুন প্রচ্ছদের বই বাজারে ছাড়ার অনুমতি দিয়েছে। এ ব্যাপারে বোর্ড ১৯শে জানুয়ারি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। সাথে সাথেই নতুন প্রচ্ছদের বই বাজারে চলে এসেছে বলে একটি সূত্র জানায়।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ '৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সব বাজারে যাবে' এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে এখন বলছে ৩১শে জানুয়ারি সব বই বাজারে চলে আসবে। তবে তাও সম্ভব হবে না বলে একটি সূত্র জানায়। কাগজ সংগ্রহ এবং ছাপা শেষ করতে পারবে না টেন্ডারদাতারা।

অন্যদিকে যারা আগের বছর বই ছেপেছে তারা তাদের গুদামে স্টক করা পুরনো বই বিক্রির সুযোগ লাভের জন্য বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

একদিকে এসব জটিলতা চলছে, সময়মতো বই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না, অন্যদিকে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে গত ১লা জানুয়ারি থেকে। ক্লাস চলছে, কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা বই পাচ্ছে না, পেলেও নতুন না পুরনো কিনতে হবে সে দ্বন্দ্বে ভুগছে।

এসব ব্যাপারে জানতে চাইলে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের এক কর্মকর্তা সংবাদ'কে বলেন, ৬০টি বইয়ের মধ্যে ৪৫টি বইয়ের পুরনো কপি এখন বাজারে বিক্রি হচ্ছে। বাকি ১৫টি বইয়ের ৬টি আংশিক এবং ৯টি বই সম্পূর্ণ পরিবর্তন হবে। এ ৯টি বইয়ের ১টি বাজারে এসেছে। বাকি ৮টি ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে বাজারে যাবে। তবে নতুন বইয়ের প্রচ্ছদ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত শিক্ষাবর্ষ শুরুর ১৮ দিন পরে কেন ঘোষণা করা হলো তা তিনি জানাতে পারেননি।